ভোরের ডাক

৬ বৈশাখ ১৪২৪ বুধবার ১৯ এপ্রিল ২০১৭ ৩

কৃষকদের ভাগ্য বদলে দিয়েছে 'এ-কার্ড'

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলার কৃষদের ভাগ্য বদলে দিয়েছে 'এ-কার্ড'। নগদ ঋণের পরিবর্তে খুব সহজ শর্তে এ কার্ড দিয়ে তারা কৃষি উপকরণ কিনতে পারছেন। যেমন বীজ, সার, কীটনাশক ও জালানি ইত্যাদি। ফরিদপুর জেলার দুই উপজেলা এবং দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জেলায় সম্প্রতি 'এ-কার্ড' -এর সুফল ভোগ করছেন কৃষকরা। ফরিদপুর সদর উপজেলার রুবিয়া বেগম জানালেন যে, তিনি 'এ-কার্ড' পেয়েছেন। এর ফলে তিনি বেশ উপকৃত হয়েছেন। এসব নিয়ে আগের মতো তাকে আর দু:শ্চিন্তা করতে হয় না। সময় মতো সবকিছু হাতের কাছে পেয়ে যান।

রুবিয়া বেগমের মতো একই ধরনের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ওই উপজেলার কৃষক রেজাউল করিম। 'এ-কার্ড' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ধরনের ঋণ সুবিধা পেয়ে ফসল উৎপাদন আগের চেয়ে সহজ ও উন্নত হয়েছে। চাষের সময় উপকরণ নিয়ে তাকে কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না। ব্যাংক এবং বিভিন্ন বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (এনজিও) সূত্রে জানা গেছে যে, প্রকল্পের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে 'ব্যাংক এশিয়া'। কৃষি উপকরণ কিনতে একজন কৃষককে দেয়া হয়ে থাকে ১০,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ। এ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হবে ১০ শতাংশ হারে ছয় (৬) মাস পরে। ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ পরিশোধের পর 'এ-কার্ড' দিয়ে একজন কৃষক পুনরায় ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। প্রকল্পের সংগঠকরা জানিয়েছেন যে, 'এ-কার্ড' -এর সুদের হার অন্যান্য এনজিওগুলোর তুলনায় অনেক কম। এ ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণকারী অন্যান্য এনজিওরা সপ্তাহ শেষে কিস্তি পরিশোধে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করে এবং ঋণের বিপরীতে ২৫ শতাংশ হারে সুদ নিয়ে থাকে। কিন্তু 'এ-কার্ড' ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এর বদৌলতে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঠ পর্যায়ের কৃষকরা দেশের প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত, 'এ-কার্ড' প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ড্যাম)। এর এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্যাংক এশিয়া। এবং সার্বিকভাবে এ উদ্যোগ বাসাস্তবায়নে সহযোগিতা দিচ্ছে 'কেয়ার বাংলাদেশ', 'এমপাওয়ার' ও এমস্টার-এফএইচআই-৩৬০। ফরিদপুরে প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিওর দায়িত্ব পালন করছে 'সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি' (এসডিসি)। প্রকল্প এলাকায় বর্তমানে প্রায় ৫০০ কৃষক এই ঋণের সুবিধা ভোগ করছেন। কৃষকদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে ঋণের ১০,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা গচ্ছিত থাকে। যা দিয়ে তারা নির্ধারিত এজেন্টের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কিনতে পারেন। কৃষক রেজাউল করিম একই সঙ্গে মওসুমে ফসলের ভালো দাম পেতে উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বাজারজাতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, 'এ-কার্ড' পাওয়ায় ফসল উৎপাদনের শতভাগ নিশ্চিয়তা মিলছে। এখন উৎপাদিত ফসল মওসুমের শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ ও বাজারজাত করার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হলে কৃষকরা উপকৃত হবেন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে ব্যাংক এশিয়ার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জহিরুল আলম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের 'কৃষি ঋণ' প্রকল্পের আওতায় তাদের ব্যাংক কৃষকদের মাঝে এ ঋণ বিতরণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে তাদের সহায়তা দিয়ে থাকে এসডিসি ও এনজিওগুলো। তারা প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে এ কার্ড বিতরণে সহযোগিতা করে। 'এ-কার্ড' মডেলের উদ্ভাবক ও মূল পরিকল্পনাকারী 'ইউএসআইডি'র (এগ্রিকালচার এক্সটেশন সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটি-এইএসএ) চিফ অব পার্টি (সিওপি) বিদ্যুৎ কুমার মহলদার বলেন, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে 'এ-কার্ড' -এর প্রচলন করা হয়েছে।

যাদের নগদ অর্থের সংকট রয়েছে এবং যারা প্রচলিত ব্যাংক সুবিধা থেকে বঞ্চিত চাষাবাদের সময় তারা যেন প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ পেতে সমস্যায় না পড়েন। তিনি আরো বলেন, 'এ-কার্ড' এ দেশের মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য অপরিসীম সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এর বদৌলতে তারা খুব সহজেই ব্যাংক ঋণ পাচ্ছেন। পাশাপাশি রয়েছে অত্যন্ত স্বল্প হারে সুদ সুবিধা ও সহজ শর্তে ঋণের কিস্তি পরিশোধের সুবিধা। তিনি কার্ডেও ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে আরো বলেন, মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যাংকের স্থানীয় এজেন্ট, এনজিও, কৃষক এবং নির্ধারিত কৃষি উপকরণ বিক্রেতাদের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়।